

গঠনতন্ত্র



ডিফেন্স জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিজাব)
Defence Journalist Association of Bangladesh (DJAB)

গঠনতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত : ১০ জুলাই ২০১৪

প্রথম প্রণয়ন : ১ জানুয়ারি ২০১৮

সংশোধিত ও কার্যকর : ১ মে ২০২৬

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ধারা ১: সংগঠনের নাম	৪
ধারা ২: কার্যালয় ও গঠনতন্ত্রের ভাষা	৪
ধারা ৩: সংগঠনের কার্যক্রমের এলাকা	৪
ধারা ৪: সংগঠনের মনোহ্রাম বা লোগো	৪
ধারা ৫: সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য	৫
ধারা ৬: কমিটির কার্যক্ষমতা ও সাংগঠনিক নীতিমালা	৬
ধারা ৭: তহবিল গঠন	৬
ধারা ৮: সদস্য হওয়ার যোগ্যতা	৭
ধারা ৯: সদস্যপদ স্থগিত, বাতিল ও শৃঙ্খলা	৭
ধারা ১০: কার্যনির্বাহী কমিটি	৮
ধারা ১১: কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি	৯
ধারা ১২: কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যক্রম	১২
ধারা ১৩: সাধারণ সভা	১৩
ধারা ১৪: তলবি সাধারণ সভা ও অনাস্থা প্রস্তাব	১৪
ধারা ১৫: নির্বাচন পদ্ধতি	১৪
ধারা ১৬: গঠনতন্ত্র সংশোধন	১৬
ধারা ১৭: উপদেষ্টা পরিষদ	১৬
ধারা ১৮: সম্মানিত সদস্য	১৭
ধারা ১৯: সংগঠন বিলুপ্তির বিধান	১৭
‘ডিজাব’-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৮
গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি	১৯

গঠনতন্ত্র

ধারা ১: সংগঠনের নাম

- (ক) সংগঠনের নাম: ডিফেন্স জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিজাব)।
- (খ) ইংরেজি নাম: Defence Journalist Association of Bangladesh (DJAB)।
- (গ) সংগঠনটি ১০ জুলাই ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ধারা ২: কার্যালয় ও গঠনতন্ত্রের ভাষা

- (ক) রাজধানী ঢাকায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকবে।
- (খ) সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি লিখিত গঠনতন্ত্র প্রণীত থাকবে, যা বাংলা ভাষায় রচিত ও সংরক্ষিত হবে।

ধারা ৩: সংগঠনের কার্যক্রমের এলাকা

সংগঠনের কার্যক্রম রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে পরিচালিত হবে। প্রয়োজন অনুসারে দেশ ও দেশের বাইরে অবস্থিত দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা, যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

ধারা ৪: সংগঠনের মনোগ্রাম বা লোগো

সংগঠনের একটি নির্ধারিত মনোগ্রাম বা লোগো থাকবে, যা সংগঠনের পরিচয়, লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

সংগঠনের মনোগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

- (ক) লোগোতে লাল, গাঢ় নীল ও আকাশি নীল রঙের সমন্বয় থাকবে, যা দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব, নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।
- (খ) লোগোর নিচের অংশে সংবাদকর্মীদের প্রতীক হিসেবে একটি কলমের নিব সংযুক্ত থাকবে।
- (গ) লোগোটি বৃত্তাকার আকৃতির হবে এবং বৃত্তের চারপাশে ইংরেজিতে “Defence Journalist Association of Bangladesh” লেখা থাকবে।
- (ঘ) লোগোর নিচে বা কেন্দ্রীয় অংশে বড় অক্ষরে সংগঠনের সংক্ষিপ্ত নাম “DJAB” উল্লেখ থাকবে।

- (ঙ) মনোগ্রামটি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার প্রতীকী ধারণা বহন করবে।
- (চ) সংগঠনের প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে মূল লোগোর কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে একাধিক উপ-লোগো, ভ্যারিয়েশন বা দাপ্তরিক নকশা ব্যবহার করা যাবে।

ধারা ৫: সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য

সংগঠনটি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বচ্ছাসেসবী ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হবে। জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, কূটনীতি, মেরিটাইম বিষয়াবলি ও সমুদ্র অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি), নৌ, স্থল ও বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত নিরাপত্তা, ভূরাজনীতি এবং জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা, জ্ঞানচর্চা, তথ্যপ্রচার, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে সংগঠনটি।

এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভাবমূর্তি শক্তিশালী করা, নীতিনির্ধারণে তথ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদান এবং জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখাই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সংগঠনের সকল আয়, সম্পদ ও কার্যক্রম নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হবে-

১. গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, মানোন্নয়ন, নৈতিকতা চর্চা ও পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা।
২. সদস্যদের আর্থসামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে কল্যাণ তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা এবং এর মাধ্যমে স্থায়ী ও অস্থায়ী কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা; প্রয়াত সদস্যদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
৩. কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, গবেষণা কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রকাশনা কার্যক্রম এবং দেশে ও বিদেশে শিক্ষামূলক সফর আয়োজন করা।
৪. জাতীয় উন্নয়ন, নিরাপত্তা, অর্থনীতি, ব্লু ইকোনমি, গণমাধ্যম উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক বিষয়ে গবেষণা, জরিপ, নীতি-সংলাপ এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
৫. প্রযোজ্য আইন, বিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং দেশি-বিদেশি সাহায্যপুষ্ট সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবিক সংকট, দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় ত্রাণ বিতরণ, পুনর্বাসন, মানবিক সহায়তা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
৭. সংগঠনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেকোনো বৈধ, জনকল্যাণমূলক ও গবেষণাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ধারা ৬: কমিটির কার্যক্ষমতা ও সাংগঠনিক নীতিমালা

- (ক) সংগঠনের ঘোষিত আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করবে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে অথবা তাঁর অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি সংগঠনের পক্ষে সভা, অনুষ্ঠান বা প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- (খ) সংগঠন কোনো অবস্থাতেই ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে না। তবে সংগঠনের সদস্য এবং সাংবাদিক সমাজের পেশাগত মর্যাদা, অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সাংগঠনিকভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে।
- (গ) সংগঠন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হবে এবং কোনো দলীয় বা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে না।
- (ঘ) সংগঠনের নাম, পদবি বা পরিচয় ব্যবহার করে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য কোনো রাজনৈতিক দলে নেতৃত্বদানকারী বা সক্রিয় কর্মী হিসেবে কোনো প্ল্যাটফর্মে বক্তব্য প্রদান, রাজনৈতিক প্রচারণা বা দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা ৭: তহবিল গঠন

- (ক) সদস্যদের নির্ধারিত চাঁদা, স্বেচ্ছা অনুদান, প্রকাশনা ও অন্যান্য আয়, উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নজনিত আয় এবং প্রযোজ্য আইন ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশি-বিদেশি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির প্রদত্ত আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তার মাধ্যমে সংগঠনের তহবিল গঠিত হবে।
- (খ) সদস্যদের মাসিক চাঁদা ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে বার্ষিক মোট ৬০০ (ছয়শত) টাকা নির্ধারিত থাকবে। নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা এককালীন পরিশোধ করতে হবে।
- (গ) সংগঠনের নামে একটি যৌথ ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। উক্ত হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(ঘ) সংগঠনের সকল আর্থিক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হবে। অর্থ সম্পাদক আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী অনুমোদিত বা তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের মাধ্যমে নিরীক্ষা সম্পন্ন করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিটি সভায় পূর্ববর্তী সময়ের আয়-ব্যয়ের বিবরণ কমিটির সদস্যদের অবহিত করতে হবে এবং অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) সদস্যদের কল্যাণার্থে এক বা একাধিক কল্যাণ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। এ তহবিল পরিচালনার জন্য সহ-সভাপতিকে প্রধান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির যেকোনো একজন সদস্যকে সদস্যসচিব হিসেবে মনোনীত করা হবে। অর্থ সম্পাদক পদাধিকারবলে তহবিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ৮: সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

(ক) রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে কর্মরত এবং প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিটে নিয়মিত দায়িত্ব পালনকারী সাংবাদিকেরা এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। সংশ্লিষ্ট বিটে কমপক্ষে তিন (৩) বছর ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কোনো ব্যক্তি সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(খ) সদস্যপদ যাচাই ও সুপারিশের জন্য পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি সদস্য বাছাই কমিটি গঠিত হবে। সহ-সভাপতি কমিটির আহ্বায়ক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটির অবশিষ্ট তিন সদস্যের মধ্যে দুজন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং একজন সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।

উক্ত কমিটি আবেদনকারীদের যোগ্যতা যাচাই-বাছাই করে সম্ভাব্য সদস্যদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। সদস্যপদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা ৯: সদস্যপদ স্থগিত, বাতিল ও শৃঙ্খলা

(ক) কোনো সদস্য সাংবাদিকতা পেশা ত্যাগ করলে অথবা সংশ্লিষ্ট বিটে ধারাবাহিকভাবে দুই (২) বছর নিষ্ক্রিয় থাকলে তাঁর সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত বলে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে তিনি পুনরায় সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান করে সংশ্লিষ্ট বিটে দায়িত্ব পালন শুরু করলে লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই শেষে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কোনো সদস্য সংশ্লিষ্ট বিটে কর্মরত থাকা অবস্থায় পরবর্তীতে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পদে ডায়মেন প্রধান প্রতিবেদক,

উপপ্রধান প্রতিবেদক, বার্তাপ্রধান বা সম্পাদক- দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাঁর সদস্যপদ বহাল থাকবে। তবে এসব পদে দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন করে কেউ সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

(খ) সংগঠনের আদর্শ, গঠনতন্ত্র বা স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে কোনো সদস্য জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হলে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে। সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবে এবং তদন্তের জন্য বিষয়টি শৃঙ্খলা উপকমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

অভিযোগ তদন্তে সদস্য দোষী সাব্যস্ত হলে সতর্কীকরণ নোটিশ প্রদান, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সদস্যপদ স্থগিত অথবা সদস্যপদ চূড়ান্তভাবে বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। তবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(গ) সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি শৃঙ্খলা উপকমিটি গঠিত হবে। সহ-সভাপতি কমিটির আহ্বায়ক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অবশিষ্ট তিন সদস্যের মধ্যে দুজন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং একজন সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় উক্ত কমিটি গঠন করা হবে।

কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানপূর্বক শৃঙ্খলা উপকমিটি অভিযোগ তদন্ত করবে এবং সুপারিশসহ প্রতিবেদন কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধারা ১০: কার্যনির্বাহী কমিটি

(ক) সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণের জন্য সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে ১১ (এগারো) সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে ২ (দুই) বছর এবং নির্বাচনের পরবর্তী দিন থেকে উক্ত কমিটির দায়িত্বকাল কার্যকর বলে গণ্য হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত পদসমূহ নিয়ে গঠিত হবেঃ

১. সভাপতি-১ জন
২. সহ-সভাপতি-১ জন
৩. সাধারণ সম্পাদক-১ জন
৪. যুগ্ম সম্পাদক-১ জন
৫. অর্থ সম্পাদক-১ জন
৬. সাংগঠনিক সম্পাদক-১ জন

৭. দপ্তর সম্পাদক (প্রচার, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)-১ জন

৮. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক-১ জন

৯. কার্যনির্বাহী সদস্য-৩ জন

উপরোক্ত পদসমূহে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে ১১ (এগারো) সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্য থেকে অথবা সংগঠনের অন্য কোনো যোগ্য সদস্যকে আহ্বায়ক করে সর্বোচ্চ ৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা যাবে।

উক্ত আহ্বায়ক কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন ও নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করবে। কোনো অবস্থাতেই মেয়াদোত্তীর্ণ কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

(ঘ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-সভাপতিও অনুপস্থিত থাকলে কার্যনির্বাহী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্য থেকে একজন অস্থায়ীভাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। একইভাবে সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) কোনো কারণে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক অথবা উভয় পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে পদ পূরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে সভাপতি পদে সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে যুগ্ম সম্পাদক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হবেন।

কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য শূন্য পদ সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে কো-অপ্ট বা মনোনয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে পূরণ করা যাবে।

(চ) সহ-সভাপতি বা অন্য কোনো সম্পাদকীয় পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটি ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিজ সদস্যদের মধ্য থেকে উক্ত পদ পূরণ করবে। কার্যনির্বাহী সদস্যের পদ শূন্য হলে সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে কো-অপ্ট বা মনোনয়নের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

ধারা ১১: কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) সভাপতির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) সভাপতি সংগঠনের মর্যাদা ও ঐক্যের প্রতীক। সংগঠনের প্রধান নির্বাহী ও অনুমোদনকারী হিসেবে তিনি সংগঠনের সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

- (খ) সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- (গ) সংগঠনের নীতি নির্ধারণ, শৃঙ্খলা রক্ষা ও গঠনতন্ত্র বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।
- (ঘ) সংগঠনের পক্ষে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করবেন।
- (ঙ) জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন, যা পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।
- (চ) সংগঠনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- (ছ) কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন তদারকি করবেন।
- (জ) গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতির অনুমোদন প্রয়োজন- এমন সিদ্ধান্ত বা নির্বাহী আদেশ তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কার্যকর হবে না। তবে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমোদন প্রযোজ্য হবে।

(২) সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (ক) সভাপতিকে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করবেন।
- (খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- (গ) সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।
- (ঘ) সংগঠনের বিশেষ কার্যক্রম ও উপকমিটির কার্যক্রম তদারকি করবেন।
- (ঙ) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি
- (ক) সংগঠনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- (খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।
- (গ) সভাপতির পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, নোটিশ প্রদান, আলোচ্যসূচি প্রস্তুত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।
- (ঘ) সংগঠনের দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথিপত্র সংরক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি করবেন।
- (ঙ) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।
- (চ) সভাপতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- (ছ) ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী হিসেবে অর্থ সম্পাদকের

সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করবেন।

- (জ) সংগঠনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নথিপত্রে সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষর বা অনুমোদন প্রদান করবেন।

(৪) যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (ক) সাধারণ সম্পাদককে সংগঠনের প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।
- (খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।
- (গ) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।
- (ঘ) বিভিন্ন উপকমিটিতে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (ক) সংগঠনের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবেন এবং নির্ধারিত নিয়মে চাঁদা ও অন্যান্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।
- (খ) ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যৌথভাবে সংগঠনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।
- (গ) নিরীক্ষা সম্পন্ন করে বার্ষিক হিসাব সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবেন।

(৬) সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (ক) সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমের শৃঙ্খলাপূর্ণ সম্প্রসারণ ও ভিত্তি শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- (খ) সদস্য সংগ্রহ, সদস্য তালিকা হালনাগাদ ও সাংগঠনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় সাংগঠনিক সম্পাদককে সদস্যসচিব করে একটি সদস্য বাছাই কমিটি এবং একটি শৃঙ্খলা উপকমিটি গঠন করতে হবে।
- (গ) সংগঠনের সভা, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়সমূহ সমন্বয় করবেন; উপকমিটি ও সাংগঠনিক কার্যক্রম তদারকি করবেন।
- (ঘ) সংগঠনের কোনো সদস্য নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট লিখিত সুপারিশ করবেন এবং এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

(৭) দপ্তর সম্পাদক (প্রচার, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (ক) সংগঠনের দাপ্তরিক নথি, সভার কার্যবিবরণী ও চিঠিপত্র সংরক্ষণে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

- (খ) সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- (গ) প্রেস বিজ্ঞপ্তি, প্রকাশনা, স্মারক এবং সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবেন।

(৮) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (ক) সংগঠনের পক্ষে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, সাংবাদিক সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও পেশাজীবী নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করবেন।
- (খ) আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সভা-সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও বিনিময় কর্মসূচিতে সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমন্বয় সাধন করবেন।
- (গ) আন্তর্জাতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ, ফেলোশিপ, স্কলারশিপ বা পেশাগত উন্নয়নমূলক সুযোগ সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করবেন এবং অংশগ্রহণে সহায়তা করবেন।
- (ঘ) সংগঠনের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, বৈদেশিক সফর, আমন্ত্রণপত্র, প্রতিনিধি মনোনয়ন ও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগসংক্রান্ত নথিপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবেন।
- (ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্কসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৯) কার্যনির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (ক) কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করবেন।
- (খ) সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবেন।
- (গ) কার্যনির্বাহী কমিটির অর্পিত দায়িত্ব ও উপকমিটির কাজে অংশগ্রহণ করবেন।
- (ঘ) সংগঠনের উন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও কার্যক্রম গতিশীল রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

ধারা ১২: কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যক্রম

- (ক) কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার অধীন সংগঠনের নীতিনির্ধারণী ও প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কাঠামো হিসেবে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গঠনতন্ত্র বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি (১) সভার আয়োজন করবে।
- (খ) কার্যনির্বাহী কমিটির মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশি সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। কোরাম ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না।

- (গ) সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করবেন। সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে সহ-সভাপতি ও অর্থ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করতে পারবেন। সভা আহ্বানের ক্ষেত্রে সাধারণত ন্যূনতম তিন (৩) দিনের লিখিত বা অনুমোদিত যোগাযোগমাধ্যমে নোটিশ প্রদান করতে হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে ন্যূনতম চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার নোটিশে সভা আহ্বান করা যাবে।

- (ঘ) সাধারণ সম্পাদক পরপর তিন (৩) মাস কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হলে সভাপতি সরাসরি সভা আহ্বান করার ক্ষমতা রাখবেন। সভাপতিও সভা আহ্বানে ব্যর্থ বা অসম্মত হলে কার্যনির্বাহী কমিটির মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশি সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে তলবি সভা আহ্বান করা যাবে।

- (ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে এবং কার্যনির্বাহী কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবেন। গঠনতন্ত্র বা কমিটির সিদ্ধান্ত অমান্য করলে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

- (চ) সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের পূর্বনুমতি ছাড়া কোনো সদস্য পরপর তিন (৩)টি নিয়মিত সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হবে এবং সন্তোষজনক জবাব না পেলে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

- (ছ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে। ভোট সমান হলে সভাপতির ভোট নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা ১৩: সাধারণ সভা

- (ক) সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতি বছর একবার বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting—AGM) অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অথবা গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত বিধান অনুসারে এক বা একাধিক বিশেষ সাধারণ সভা (Extraordinary General Meeting—EGM) আহ্বান করা যেতে পারে।

- (খ) বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের ক্ষেত্রে সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচি উল্লেখপূর্বক কমপক্ষে পনেরো (১৫) দিন আগে লিখিত বা অনুমোদিত যোগাযোগমাধ্যমে সদস্যদের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

- (গ) সংগঠনের মোট সাধারণ সদস্যসংখ্যার ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে সাধারণ সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

- (ঘ) প্রতি বছর ১৫ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদের দ্বিতীয় বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সাধারণ সভা সমাপ্তির পর অথবা সর্বোচ্চ ৩০ এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।
- (ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতীয় জরুরি অবস্থা অথবা অনিবার্য বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কার্যনির্বাহী কমিটি বা বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ধারা ১৪: তলবি সাধারণ সভা ও অনাস্থা প্রস্তাব

- (ক) কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য অথবা সম্পূর্ণ কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন কিংবা তলবি সাধারণ সভা আহ্বানের প্রয়োজন হলে সংগঠনের মোট সাধারণ সদস্যসংখ্যার ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তলবি সাধারণ সভার দাবি উত্থাপন করা যাবে।
- (খ) তলবি সাধারণ সভা আহ্বানের প্রস্তাব সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের নিকট লিখিতভাবে দাখিল করতে হবে, যেখানে সভা আহ্বানের কারণ ও আলোচ্য বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।
- (গ) তলবি সাধারণ সভার আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা আহ্বান করা না হলে প্রস্তাবকারী সদস্যরা নিজেরাই গঠনতন্ত্র অনুসারে তলবি সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন।
- (ঘ) তলবি সাধারণ সভার ক্ষেত্রে সংগঠনের মোট সাধারণ সদস্যসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
- (ঙ) তলবি সাধারণ সভায় অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব অবিলম্বে বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।
- (চ) কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একই সভায় অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বোচ্চ নয় (৯) সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। আহ্বায়ক কমিটি গঠনের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ষাট (৬০) দিনের মধ্যে সাধারণ সভা আয়োজন করে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করবে এবং নবনির্বাচিত কমিটির নিকট নির্বাচন-পরবর্তী সাত (৭) দিনের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে।

ধারা ১৫: নির্বাচন পদ্ধতি

- (ক) সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে ১১ (এগারো) সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে। নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর সর্বোচ্চ সাত

(৭) দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করবে।

- (খ) নির্বাচনে কোনো প্যান্ডেল, পরিষদ বা দলীয় ব্যানারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে না। সকল প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।
- (গ) নির্ধারিত মাসিক চাঁদা, আর্থিক দায় বা সংগঠনের নিকট কোনো বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।
- (ঘ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যেকোনো সদস্য গঠনতন্ত্রের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবেন।
- (ঙ) সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তির পর ন্যূনতম এক (১) বছর পূর্ণ না হলে কোনো সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। একইভাবে সদস্যপদ লাভের পর প্রথম এক মেয়াদ, অর্থাৎ দুই বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যাবে না।
- (চ) কার্যনির্বাহী কমিটির একই পদে কোনো সদস্য পরপর দুই (২) মেয়াদ নির্বাচিত হলে পরবর্তী নির্বাচনে একই পদে পুনরায় প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে অন্য পদে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না।
- (ছ) নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন (৩) সদস্যবিশিষ্ট একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সদস্য অথবা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে মনোনীত হবেন। কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনে সহায়ক কর্মকর্তা বা স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে পারবে।
- (জ) প্রতি বছর ১৫ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদের দ্বিতীয় বছরে একই সময়ের মধ্যে সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতীয় জরুরি অবস্থা বা অনিবার্য বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে নির্বাচন ও সাধারণ সভার তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা যাবে।
- (ঝ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কমপক্ষে পনেরো (১৫) দিন আগে প্রথমে খসড়া ভোটার তালিকা এবং আপত্তি নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের স্বাক্ষর, তারিখ ও সংগঠনের সিলসহ ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হস্তান্তর করবে।
- (ঞ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কমপক্ষে পনেরো (১৫) দিন আগে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবে এবং মনোনয়নপত্র দাখিল, যাচাই-বাছাই, প্রত্যাহার ও

ভোটগ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণ করবে।

- (ট) নির্বাচন কমিশন একটি নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করবে। সকল প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট সদস্য উক্ত আচরণবিধি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সতর্কীকরণ, প্রার্থিতা বাতিলসহ প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা ১৬: গঠনতন্ত্র সংশোধন

- (ক) সংগঠনের প্রয়োজন ও বাস্তবতার আলোকে গঠনতন্ত্রের যেকোনো ধারা বা উপধারা সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিমার্জন করা যেতে পারে। এ-সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার কমপক্ষে পনেরো (১৫) দিন আগে লিখিতভাবে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে।
- (খ) কার্যনির্বাহী কমিটি প্রাপ্ত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করে সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে। সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। নিবন্ধিত সংগঠনের ক্ষেত্রে সংশোধনী কার্যকর করার জন্য প্রয়োজ্য আইন অনুযায়ী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- (গ) আহ্বায়ক কমিটির দায়িত্ব পালনকালে গৃহীত সকল প্রশাসনিক, আর্থিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের বৈধতা প্রদানের জন্য নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উপস্থাপন করে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- (ঘ) নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর আহ্বায়ক কমিটি অথবা বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।
- (ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির গৃহীত যেকোনো সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম অনুমোদন, সংশোধন, স্থগিত অথবা বাতিল করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা সাধারণ সভার নিকট সংরক্ষিত থাকবে।
- (চ) গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই- এমন বিষয়ে সংগঠনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। তবে উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

ধারা ১৭: উপদেষ্টা পরিষদ

- (ক) সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন, নীতিগত দিকনির্দেশনা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

- (খ) ১২ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।
- (গ) বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি পদাধিকারবলে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।
- (ঘ) সংগঠনের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম, স্বনামধন্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশ এবং সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।
- (ঙ) কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি বা ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত বা অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।
- (চ) উপদেষ্টা পরিষদ কেবল পরামর্শমূলক ভূমিকা পালন করবে। সংগঠনের প্রশাসনিক বা আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এর কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে না।

ধারা ১৮: সম্মানিত সদস্য

১. সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ অবদান, পেশাগত দক্ষতা, জ্ঞান, গবেষণা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অথবা সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য স্বীকৃত ব্যক্তিদের কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সম্মানিত সদস্য হিসেবে মনোনীত করা যাবে।
২. সম্মানিত সদস্যরা সংগঠনের মর্যাদা বৃদ্ধি, নীতিগত পরামর্শ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং বিশেষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
৩. সম্মানিত সদস্যদের জন্য কোনো বাধ্যতামূলক সদস্য ফি বা চাঁদা থাকবে না। তবে তাঁরা স্বেচ্ছায় অনুদান প্রদান করলে কার্যনির্বাহী কমিটি তা গ্রহণ করতে পারবে।
৪. সম্মানিত সদস্যরা সাধারণ সদস্য হিসেবে ভোটাধিকার বা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার ভোগ করবেন না। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় আমন্ত্রিত হয়ে মতামত প্রদান করতে পারবেন।
৫. সংগঠনের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে সম্মানিত সদস্যপদ বাতিল করা যাবে।

ধারা ১৯: সংগঠন বিলুপ্তির বিধান

- (ক) সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়লে অথবা সংগঠনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হলে সাধারণ সভার মাধ্যমে সংগঠন বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।
- (খ) সংগঠন বিলুপ্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা

আহ্বান করতে হবে। সংগঠনের মোট সদস্যসংখ্যার ৯০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি ও লিখিত স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিলুপ্তির প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

- (গ) সংগঠন বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত একটি অবসায়ন (Liquidation) কমিটি সংগঠনের সকল প্রশাসনিক, আর্থিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করবে।
- (ঘ) সংগঠনের সকল দায়-দেনা পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ, সম্পদ বা সম্পত্তি কোনো সদস্যের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না। প্রযোজ্য আইন ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সংগঠনের অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন অন্য কোনো অলাভজনক বা স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নিকট তা হস্তান্তর করা হবে।
- (ঙ) সংগঠন বিলুপ্তির পর সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে এবং প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

‘ডিজাব’-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ভূরাজনীতি, সামগ্রিক অর্থনীতি এবং বিশেষ করে সমুদ্র অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতাকে আরও সমৃদ্ধ, দায়িত্বশীল ও পেশাদার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৪ সালের ১০ জুলাই যাত্রা শুরু করে ডিফেন্স জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিজাব)।

দেশের প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা খাত নিয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ডিজাব তথ্যভিত্তিক সাংবাদিকতা, গবেষণা, সভা-সেমিনার, সংলাপ, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের আবুল খায়ের এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন দ্য ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্টের দীপক আচার্য। অল্প কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে শুরু হওয়া ডিজাবের প্রাথমিক যাত্রা ছিল যেমন চ্যালেঞ্জপূর্ণ, তেমনি সম্ভাবনাময়।

প্রথম কয়েক বছর সীমিত পরিসরে কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ২০১৮ সালে ডিজাবকে আরও কার্যকর, গতিশীল ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই সময় প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবুল খায়ের, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মামুনুর রশীদ ও আলমগীর হোসেনসহ সংগঠনের অনেক সদস্য নতুন উদ্যমে ডিজাবের সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে নিরলসভাবে কাজ করেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংগঠনটি একটি সুসংগঠিত ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করে।

সংগঠনটির বিকাশে এ সময়ে সেনাবাহিনী সদর দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসেন। পরবর্তীতে নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও

আইএসপিআরসহ দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে ডিজাবের এগিয়ে চলায় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

সময়ের পরিক্রমায় ডিজাব শুধু সদস্যসংখ্যায় নয়, কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যেও উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাবিষয়ক সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সভা, সেমিনার, সংলাপ, স্টাডি ট্যুর, বিশেষ আয়োজন ‘ডিজাব নাইট’ এবং বিভিন্ন পেশাগত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠনটি সদস্যদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এক দশকেরও বেশি সময়ের এই পথচলায় প্রতিরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, ভূরাজনীতি ও সমুদ্র অর্থনীতিবিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীল ও তথ্যনির্ভর সাংবাদিকতা চর্চায় অবদান রেখে ডিজাব আজ দেশের একটি সুপরিচিত, মর্যাদাপূর্ণ ও পেশাদার সংগঠন হিসেবে নিজস্ব অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

ভবিষ্যতেও জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে দায়িত্বশীল, বস্তুনিষ্ঠ ও মানসম্পন্ন সাংবাদিকতার বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালনের প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাবে- ডিজাব।

গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি

আহ্বায়ক : আলমগীর হোসেন

সদস্যসচিব : এম এম বাদশা

সদস্য : মামুনুর রশীদ

সদস্য : জামাল উদ্দিন

সদস্য : মো. আহম্মদ উল্লাহ

প্রথম প্রণয়ন : ১ জানুয়ারি ২০১৮

গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটি

আহ্বায়ক: আলমগীর হোসেন

সদস্যসচিব: জামাল উদ্দিন

সদস্য: ইসমাইল হোসেন ইমু

সংশোধনের অনুমোদন : ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

সংশোধিত গঠনতন্ত্র কার্যকর : ১ মে ২০২৬ থেকে।

-সমাপ্ত-